আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি

মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নাদভী
লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক-সম্পাদক, দার্শনিক আলেমেদীন
ইতিহাস, রাষ্ট্র ও সমাজতত্ত্ববিদ

পরিবেশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী™

সূচিপত্র

আফগানিস্তান : মাটি ও মানুষ—১৭
প্রথম আঘাত—১৯
শুরু হলো ষড়যন্ত্র—১৯
ইসলামী আন্দোলনের সোনালী সকাল—২০
জিহাদ করে বাঁচতে চাই—২২
রক্তাক্ত সিংহাসন—২৪
অগ্নিঝরা ফত্ওয়া—২৫
কাঁটা দিয়ে কাঁটা—২৬
রাখে আল্লাহ মারে কে?—২৭
লাল পতাকার খোয়াব—২৭
ব্যবহৃত টয়লেট পেপার—২৯
মাথার মূল্য দেড় কোটি টাকা—২৯
পাশবিকতার দাস্তান—৩০
অগ্নি পরীক্ষা—৩১
চির মুক্ত আফগান—৩২
অতুলনীয় হাতিয়ার—৩৪
চ্যালেঞ্জ করলাম—৩৪
পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়—৩৫
বাংলাদেশে মুজাহিদদের পদধূলি—৩৬
এ বইয়ের জন্মকাহিনী—৩৮
ভয় নাই তোর গলায় তাবিজ—৩৯
নড়ে উঠলো শহীদের লাশ—৩৯
এক মুঠো বালি ও বন্দী হাফেয—৪০
নাহিদ : শহীদ এক আফগান কিশোরী—৪১
ঈমান যার হিমালয়কেও হার মানায়—৪৩
জিহাদ ও শহীদদের বিস্ময়কর ঘটনা—৪৮
মুজাহিদের মিনতি—৫০
চারদিকে আগুনের লেলিহান শিখা—৫০
ফেরেশতাদের গায়েবী ঘোড়া—৫১
বুলেটের শেষ নেই—৫২
ট্যাংকের তলায় অক্ষত মুজাহিদ—৫২
বিচ্ছুও ছাড়েনি ওদের—৫২
আব্বাকে তোরা মেরেছিস-শয়তান—৫২
মুজাহিদদের বিছানায় সুশান্ত সাপ—৫২
ষোড়শীর মেহেদীরাঙ্গা হাত—৫৩
ঘুমন্ত বোমা—৫৩
খোশনসীব শহীদের গর্বিত মা—৫৩
বুলেট প্রুফ শরীর—৫৪
শহীদের দেহ থেকে বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মি—৫৫
আগুন সেখানে অচল—৫৫
আল্লাহ্র নির্দেশে—৫৫
ট্যাংক-বিধ্বংসী অস্ত্র—৫৫
বিরাশির লড়াই—৫৬
সোভিয়েত আগ্রাসনের পর উত্তর কাবুলের লড়াই—৫৬
ফুলের তোড়া ও মিয়া গুল—৫৭
রণাঙ্গনে প্রশান্তিময় তন্দ্রা—৫৭
আরসালানের সুখনিদ্রা—৫৮
মৃত্যুহীন প্রাণ—৫৯
তাঁবু পুড়ে ছাই, ভেতরে অক্ষত তিন মুজাহিদ—৫৯
শহীদী শোণিতের সুরভি—৬১
মায়ের স্বপন—৬২
মরেও তারা অস্ত্র ছাড়েনি—৬২
শহীদানের মুখে হাসি—৬৩

হামীদুল্লাহ হাসছিলো—৬৩
হামীদুল্লাহ হাসছিলো—৬৪
শহীদ মায়ের বুকে দুধের মেয়ে—৬৪
আল্লাহর সাহায্য ও মুজাহিদদের ফরিয়াদ—৬৪
পাথর ফেটে পানি—৬৫
আরও কারামত—৬৭
মেঘমালার ছায়া—৬৭
খোদায়ী রাডার—৬৭
সীসাঢালা প্রাচীর—৬৮
দৈনিক ২০০ কোটি টাকা—৭১
সময় থাকতে মনা হুঁশিয়ার—৭২
দাবার শেষ চাল—৭২
জিহাদ-শাহাদাত-নয়তো বিজয়—৭৪
চলো চলো যুদ্ধে চলো—৭৫
আফগান রণাঙ্গনে বাংলাদেশী মুজাহিদদের তৎপরতা—৭৬
চাঁদ যতোদিন উঠবে সূর্য যতোদিন থাকবে—৭৬
না বলা কথা—৭৯
বিধ্বস্ত বিমান, অক্ষত কুরআন—৭৯
শহীদ জিয়ার দু'টি স্বপ্ন—৮০
জিহাদের দেশে বাংলাদেশী উলামা ও বুদ্ধিজীবী—৮১
আফগান রণক্ষেত্রে আমাদের সফর—৮৩
শহীদের সমাধিতে...—৮৬
আফগান জিহাদের জন্যে রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রস্তুতি—৮৭
সীমান্ত রক্ষীকে দেয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুসংবাদ—৮৭
জিহাদের রং মাখা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন—৮৮
সাহাবাদের নামে শ্রেণীকক্ষের নামকরণ—৮৮
হাসপাতালে পরিদর্শন ও আহতদের শয্যাপাশে—৯২
ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে প্রতিনিধিদল—৯৩
হাসপাতালের অভাব ও চাহিদাসমূহ—৯৩
শুভসংবাদ ৯৪
অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ইঞ্জিনিয়ার আহমদ শাহের সাথে—৯৭
আফগান জনতা গর্বিত তাঁদের শহীদানের সংখ্যাধিক্যে—৯৭
আল-ইত্তেহাদুল ইসলামী প্রধান সাইয়াফের সাথে প্রতিনিধিদলের সাক্ষাত—৯৮
প্রশিক্ষণকেন্দ্র ও ক্যাডেট কলেজ পরিদর্শন—৯৯
মুজাহিদদের সামনে আমার বক্তৃতা—১০০
দারীন শিবির—১০১
আবু আবদুল্লাহ উসামাহ—১০২
আমরা এখন জাজিতে—১০৩
জাজির লড়াই—১০৪
হাতিয়ার কারখানা—১০৫
আফগান স্টাইল বিপ্লব—১০৫
মুজাহিদ কায়দায় এর প্রতিরোধ—১০৬
একটু ভেবে দেখুন—১০৬
আমরা আর কোনোদিন ফিরে আসবো না—১০৬
লজ্জার সীমা নেই—১০৭

ঈমানের ছাইচাপা আগুনে নতুন স্ফুলিংগ—১০৮
শয়তানের শম্বুক গতি—১০৯
প্রতিটি ফেরাউনের জন্যেই রয়েছেন মূসা—১১০
প্রতি ফ্রন্টেই প্রতিরোধ—১১১
এবার অন্যরকম পন্থা—১১২
পবিত্র কাবার ছায়ায়—১১৪
আফগান মুজাহিদদের প্রবাসী সরকার—১১৬
বিপ্লবী বনাম নিস্তরঙ্গ কর্মপন্থার দ্বন্দ্ব—১১৬
ওয়াশিংটনে হিকমতইয়ার—১১৮
ঢাকায় হিকমতইয়ার—১১৯
জেনারেল এরশাদের প্রতি হিকমতইয়ার—১১৯
সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্নোত্তর—১২০
সকল বাধা তুচ্ছ করে—১২০
মাওলানা হাক্কানীর মস্কো চুক্তি প্রত্যাখ্যান—১২২
মুসলমানকে দাবিয়ে রাখার কূট-কৌশল—১২২
সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তিঃ কিছু জিজ্ঞাসা—১২৪
এ প্রসঙ্গে জনৈক সোভিয়েত জেনারেলের কথা—১২৫
চোখে-মুখে সবার নবজাগৃতির দৃঢ় সম্মতি—১২৭
পয়গামে মুহাম্মদীর অবমাননা বনাম পতিত পরাশক্তি—১২৮
কাবুলের দ্বারপ্রান্তে জিহাদী কাফেলা—১২৯
কমিউনিস্ট জেনারেলের সপক্ষ ত্যাগ—১৩০
আমাদের ফেলে রেখে যাবে কই সোনা?—১৩১
শেষ মুহূর্তে শয়তান সক্রিয়—১৩২
স্বাধীন আফগানিস্তানে বিজয়ী মুজাহিদদের ক্ষমতা গ্রহণ-মুক্ত কাবুল—১৩৩
বিজয়ী আফগান মুজাহিদ ও মুক্ত আফগানিস্তান : মুসলিম উম্মাহর নতুন আশার দীপ্তশিখা—১৩৫
আলহামদুলিল্লাহ—১৩৮
বিজয়ের আনন্দ : দেশে বিদেশে—১৩৮
ঢাকায় মুজাহিদদের সংবাদ সম্মেলন—১৩৯
আল্লাহু আকবার খচিত পতাকা—১৪২
নাসরুম্মিনাল্লাহি ওয়া ফাত্হুন কারীব!—১৪৪
প্রসংগঃ অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ক্ষমতার লড়াই—১৪৫
আচ্ছা, তাহলে সংঘাত হলো কেন?—১৪৫
তালেবান : ঈমান ও আধ্যাত্মিকতার উপাখ্যান—১৪৭
প্রচলিত বিশ্বব্যবস্থার টার্গেট 'ইসলামী শরীয়াভিত্তিক আর্থসমাজ সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র'; 'মৌলবাদ ও সন্ত্রাসে'র নাম দিয়ে তারা যার উত্থানকে রোধ করতে চায়—১৬৩
আলিমদের প্রতি নসিহত—১৮২
শেষ কথা—২০৭

আফগানিস্তান : মাটি ও মানুষ

আফগানিস্তান। হাজার বছর ধরে মুসলমানদের দেশ। স্বাধীনচেতা, দুঃসাহসী, বে-পরোয়া এক জাতির প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি। হিন্দুকুশ পর্বতমালার প্রহরায়-পৃথিবীর ছাদ পামীরের ছায়ায় সারাটা জনম ধরে দুর্জয়-দুর্ভেদ্য আফগানিস্তান বুকটান করে দাঁড়িয়ে আছে। ইসলামের প্রীতিডোরে আবদ্ধ আফগানরা খুবই সরল-সোজা প্রকৃতির আল্লাহওয়ালা মুসলমান। পাহাড়ের রুক্ষ বুকে, দুর্গম গিরি-কন্দর আর গুহা-উপত্যকায় ঘুরে বেড়ানো আফগানদের স্বাধিকার চেতনা ও উদারতা বিশ্ব জুড়ে খ্যাত। ঢোলা শেলোয়ার, বিশাল কামিজ-কোর্তা আর মাথায় বাঁধা ইয়া বড় পাগড়ীই তাদের পরিচয়। কাঁধে ঝুলানো বন্দুক আর কোমরে বাঁধা খঞ্জর তাদের পৌরুষ, বীরত্ব আর জিহাদী ঐতিহ্যের গৌরবোজ্জ্বল নিদর্শন। একজন আফগানকে আপনি দু'টো গালি দিন, তা সে হজম করে ফেলবে। আপনি তার গায়ে সাইকেল তুলে দিয়ে একেবারে রক্ত ছুটিয়ে দিন, একবার চোখ তুলে তাকিয়েই সে নিজের পথ ধরবে। কিন্তু আপনি তার ঈমান, তার আল্লাহ-রাসূল-কুরআন, তার দেশ-জাতি বা ইতিহাস-ঐতিহ্যের ব্যাপারে মুখ খুললে আর রক্ষে নেই। সেই আফগানীর কাঁধের বন্দুক হতে বেরিয়ে আসা বুলেট আপনার বুক এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে দেবে। আপনার পেটে ঢুকে যাবে তার অতি আদরের খঞ্জর।

স্বাধীনচেতা, দুঃসাহসী আফগানরা আত্মমর্যাদাবোধ, আতিথেয়তা ও হৃদয়ের ঔদার্যের জন্য মশহুর। একবার একজন গ্রাম্য অশিক্ষিত আফগানের তাঁবুতে একটি আহত হরিণ গিয়ে আশ্রয় নিলো। হরিণটির পেছনে যে শিকারীটি এলেন, তিনি তৎকালীন শাসক মাহমুদ গযনভী। সুলতান মাহমুদ যেই তাঁবুতে ঢুকে হরিণটি ধরতে চাইলেন, অমনি তাঁবুর মালিক বুদ্দু লোকটি এসে তাঁর পথ আগলে দাঁড়ালো, বললো–

"আপনি আমাদের বাদশাহ্। আমার অনুরোধ, হরিণটি আপনি ধরবেন না। কারণ, এটি এখন একজন হৃদয়বান মানুষের মেহমান হয়ে তাঁবুতে

ঢুকেছে। সুতরাং একে সাহায্য করা আমার দায়িত্ব। জান দিয়ে হলেও আমি আমার এই অবলা অতিথিকে রক্ষা করবোই।"

নিরক্ষর লোকটির সত্যনিষ্ঠা, সৎ সাহস ও নির্ভীকচিত্ততা মাহমুদ গযনভীকে মুগ্ধ করলো। তিনি সেদিন খালি হাতেই ফিরে এলেন।

ভারত বিজয়ী মাহমুদ গযনভী, দিল্লীর কৃতী শাসক শেরশাহ সুরী, ইসলামের সিপাহসালার আহমদ শাহ্ আবদালী, ইসলামী পুনর্জাগরণের নকীব আল্লামা জামালুদ্দীন আফগানী এ দেশেরই সন্তান।

এ দেশেরই সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে জন্ম নিয়েছেন আবু হানীফা, বায়হাকী, বলখী, হারভী, ইবনে হিব্বান, তিরমিযী, নাসায়ী, বোখারী, ফখরে রাযী, আল-বিরুনী, ফারাবী, ইবনে সিনা ও খাওয়ারেজমীর মতো হীরের টুকরো ছেলেরা। শতাব্দীর দেয়ালে সাঁটা যাঁদের কর্মগাথার রঙিন পোস্টার। ইতিহাসের শ্বেত-শুভ্র ফলকে উৎকীর্ণ যাঁদের স্বর্ণালী হরফের নাম।

পাহাড়ের বিস্তীর্ণ ঢালে সবুজ গম খেত, পার্বত্য ঝরণার দুই পাশে নয়নাভিরাম আঙ্গুর-আপেল খেতের দৃশ্য, গ্রামের মাথায় চা-এর দোকান আর কফিখানা, দূরের হাটে হাতিয়ার বিক্রেতার দোকান ইত্যাদি ছাড়া গাঁও-গেরামের মানুষ আর বেশি কিছু বুঝে না। ভোর-বিহানে গাঁয়ের মসজিদে ফজর পড়ে, বহু পরিচিত কুরআন-খানি নিয়ে বড়রা ঘরে ঘরে বসবে আর ছোটরা কায়দা-ছিপারা হাতে মসজিদে। খাওয়ার সময় হলে গম বা যবের তৈরি বড় বড় রুটি আর দুম্বার গোশ্তের বাটি সামনে নিয়ে এক দস্তরখানে গোল হয়ে বসে বিসমিল্লাহ। শেষে তাজা আঙ্গুর-আপেল-আখরোট বা অন্য কোনো শুকনো ফল। মাঝে মাঝে বন্দুক হাতে পাহাড়ে ঘোরাঘুরি। কোনো কোনো দিন মওলবী সাহেবের কাছে বসে স্বর্ণযুগের জিহাদী কেচ্ছা আর ঈমানী কাহিনী শোনা। ব্যাস্! এ পর্যন্তই আফগানিস্তানের গেঁয়ো মানুষের সাদাসিধে জীবন।

শহরে আছে সবকিছুই। অফিস-আদালত, কলেজ-ভার্সিটি, ব্যবসাকেন্দ্র—সব। রাজা-রাজনীতি নিয়ে জনগণের ততো মাথা ব্যথা নেই। বাদশাহ্ একজন আছেন। সবাই তাঁকে ভালোবাসে। দেশের মানুষের ভালো-মন্দ দেখার জন্যে শাসকেরা আছেন—প্রতিরক্ষার জন্যে আছে সশস্ত্র বাহিনী। শিক্ষা-সংস্কৃতি, সাহিত্য-শিল্পের জন্যে আছেন

শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি, শিল্পী-সাহিত্যিকেরা। সাধারণ মানুষ তাই নিজেদের দ্বীন-দুনিয়ার কাজেই ব্যস্ত। যারা বয়সে প্রবীণ তাদের মনে আছে যে, কবে সেই ১৯৩৩ সালে তাদের বাদশাহ্ জহির শাহ্ ক্ষমতায় বসেছিলেন। জহির শাহের বয়স তখন উনিশ বছর। গোটা আফগান জাতি তাঁর অভিষেকের দিনটি উদযাপন করেছিলো বিপুল উৎসাহ আর উদ্দীপনায়।

প্রথম আঘাত

কিছুদিন পর আফগানিস্তানের সরল-সোজা মানুষ একদিন শুনতে পেলো, তাদের প্রিয় বাদশাহ্ নাকি এক পাগলের কাণ্ড করে বসেছেন। রাজধানী কাবুলের এক গণসমাবেশে জহির শাহ্ একটি বোরকাকে পদদলিত করে বলেছেনঃ "চিরদিনের জন্যে অন্ধকার যুগ শেষ হলো" এটা ছিল পশ্চিমাদের পক্ষ হতে চালানকৃত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উদ্বোধন। পঞ্চাশের দশকে সংঘটিত এ বিপ্লব মূলতঃ আফগান জনগণের নরম হৃদয়ের তুলতুলে মখমলে রক্ষিত ঈমান ও আকীদার গায়ে হেনেছিল চরম আঘাত।

শুরু হলো ষড়যন্ত্র

১৯৭৩ সালে জহির শাহ্ বিদেশ সফরে গেলে তাঁরই চাচাতো ভাই মুহাম্মদ দাউদ গদিতে বসলো। জেনারেল দাউদ ছিলো কমিউনিজমে অনুরাগী। তার ঘরেই সমাজতন্ত্র আর কমিউনিজমের সবক নিয়েছে আফগানিস্তানের বড় বড় কমিউনিস্ট নেতারা—তারাকী, হাফিজুল্লাহ আমীন আর বাবরাক কারমালরা।

মুহাম্মদ দাউদ প্রধানমন্ত্রিত্বের সাথে প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দুটোও তার হাতেই রাখলো। লাগাতার দশ বছর এ মসনদ আঁকড়ে থেকে জেনারেল দাউদ আফগানিস্তানের ইসলামী চেতনার আগুনে ছাইচাপা দিয়ে, কমিউনিজমের নতুন চারায় পানি ঢালার কাজটি খুবই দক্ষতার সাথে করতে থাকলো। এ সময় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন বা রাষ্ট্রীয় ঋণ বাবদ তিন মিলিয়ন রুবল খরচ করলো রাশিয়া।

গোটা আফগানিস্তানের প্রশাসন, প্রতিরক্ষা, বিচার ও শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রচুর সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ এবং উপদেষ্টা নিয়োগ করে দেশব্যাপী চালানো হলো ইসলামবিরোধী তৎপরতা। কাবুলের পুতুল সরকার মস্কোর

প্রত্যক্ষদর্শীদের সেসব বক্তৃতায় বিবৃত কিছু অলৌকিক ঘটনার নিজ কানে শোনা বিবরণ সামনে উল্লেখ করবো সুধী পাঠকদের জন্যে। এতে রয়েছে ঈমান-পূর্ণ হৃদয়ের খোরাক, বিশ্বাসভরা মনের উপাদেয় খাদ্য।

এ বইয়ের জন্মকাহিনী

সময়ের স্বল্পতার দরুন মেহমানরা দ্রুত চলে যাওয়ায় অনেক শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানই প্রোগ্রাম পায়নি। বিদায়ের দিন সকালে চট্টগ্রাম বিমান বন্দরের লাউঞ্জে আমাকে জড়িয়ে ধরে শায়খ আবদুল মুইজ আবদুস সাত্তার বললেন– 'বাবা! একটিবারের জন্যে হলেও ঘুরে এসো আল্লাহর সাহায্যের লীলাভূমি! দেখে এসো আফগানদের বিস্ময়কর সংগ্রাম!!' হারকাত নেতা সাইফুল্লাহ আখতার শেষ মুআনাকার সময় বললেন– 'শুনেছি আপনি লেখালেখি করেন। আফগান জিহাদ নিয়েও কিছু লিখুন।' একটা আতরের শিশি উপহার দিয়ে তিনি বললেন– 'আপনাকে আমি দু'টি কারণে মহব্বত করি। একে তো আপনি একজন চিন্তাশীল ও সংগ্রামী আলেমের সন্তান; আর দ্বিতীয়তঃ আপনার মাঝে আমি দেখতে পেয়েছি ইসলামী চিন্তা- চেতনার সুপ্ত প্রতিভা।'

মুজাহিদ নেতার আবেগজড়িত কণ্ঠের কথাগুলো আমার হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে। তখনি আমি মনে প্রতিজ্ঞা করি যে, আফগান জিহাদ ও মুজাহিদদের উপর অচিরেই কলম ধরবো ইনশাআল্লাহ্। মনের মাধুরী আর ঈমানের উত্তাপ মিশিয়ে লিখবো। সেই ইচ্ছের প্রেক্ষিতেই আজ এই বই। জিহাদপাগল এক মুজাহিদ নেতার উৎসাহেই এ বইটির জন্ম।

মেহমানদের নিয়ে বাংলাদেশ বিমানের বোয়িংটি যখন আকাশে ডানা মেলেছে, তখন বিদায় দিতে যাওয়া লোকজন একে একে ফিরে চলেছে। গাড়ীতে বসে আমি শুধু ভাবছি কী করে লিখবো একটা বই? আল্লাহর তাওফীক ছাড়া তো আমার কোন সম্বল নেই।

বিভিন্ন সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণে ফিলিস্তিনী নাগরিক শায়খ তামীম আল-আদনানী যেসব বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করেছেন, বইয়ের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে মাত্র দু'তিনটে ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি।

ভয় নাই তোর গলায় তাবিজ

গ্রামের মসজিদ সংলগ্ন হেফযখানায় কয়েকটি মাসুম বাচ্চা দুলে দুলে কুরআন মুখস্থ করছিলো। হৃদয়ের সুরক্ষিত ফলকে উৎকীর্ণ করছিলো কালামে-ইলাহীর একেকটি আয়াত। হঠাৎ করে এই গ্রামে অতর্কিত আক্রমণ চালালো সোভিয়েত দখলদার, নাস্তিক, হায়াওয়ান, লাল-সেনারা। কাফের কমিউনিস্টদের একজন অফিসার গোছের লোক হেফযখানার বে-গুনাহ্ বাচ্চাদের হাত থেকে কুরআন শরীফ কেড়ে নিতে চাইলে নিষ্পাপ শিশুরা তাদের কুরআন শরীফ গিলাফে ভরে গলায় ঝুলিয়ে নেয়। আফগান মুসলমানের সাহসী সন্তানেরা এসব পশুর হাতে আল্লাহর পবিত্র কিতাব দিতে রাজী হয়নি। ইতিমধ্যে কয়েকজন রুশ অফিসার বাচ্চাদের ব্যবহারে রাগান্বিত হয়ে ওঠে এবং এ শিশুদের লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলির নির্দেশ দেয়। ভীত-সন্ত্রস্ত ও আতংকগ্রস্ত পাংশু চেহারার শিশুরা আল্লাহ... ও আল্লাহ... আল্লাহ... গো বলে আর্তনাদ করে ওঠে। তাদের চারপাশের বাড়ি-ঘর আগুনে জ্বলছে, শোনা যাচ্ছে গ্রামবাসীর মরণ চিৎকার-করুণ কণ্ঠে বিলাপ করছে মা-বোন ও মেয়েরা। হাফেয শিশুদের উপর ফায়ার করা হলে এরা সবাই মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। গ্রামটিতে কিয়ামত ঘটিয়ে যখন সোভিয়েত কুকুরগুলো চলে গেছে, তখন বেঁচে যাওয়া গ্রামবাসীরা মসজিদের সামনে গিয়ে দেখতে পেলো, সবগুলো হাপেয শিশু শুয়ে শুয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। পরিচিত মানুষদের দেখে তারা সবাই উঠে দাঁড়ালো। গ্রামবাসী তো অবাক, একটি শিশুও মরেনি বা আহত হয়নি। গুলি এদের বুকে বিদ্ধ হয়নি। দেখা গেলো, এদের বুকে ঝুলানো কুরআন শরীফের গিলাফের ভেতর কিছু বলেট নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে আছে। সোনার টুকরো শিশুদের জীবিত পেয়ে তাদের বাবা-মা গাফুরুর রহীমের সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়লো।

নড়ে উঠলো শহীদের লাশ

বুড়ো বাবা-মার একমাত্র পুত্র আফগানিস্তানের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এসে জিহাদে শরীক হয়েছিল। সোভিয়েত সৈন্যদের সাথে সম্মুখসমরে এই তরুণটি শহীদ হলে কমান্ডার মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী শহীদের অশীতিপর বৃদ্ধ পিতাকে খবর দিলেন। আসতে যেতে পাঁচ দিনের পথ অতিক্রম করে শহীদের বুড়ো থুথুড়ে পিতা একমাত্র সন্তানের কবরে পাশে